বর্ষ ২ সংখ্যা ২ নভেম্বর ২০২৩

ব্রাত্যজন

বাংলাদেশের প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন মানুষ

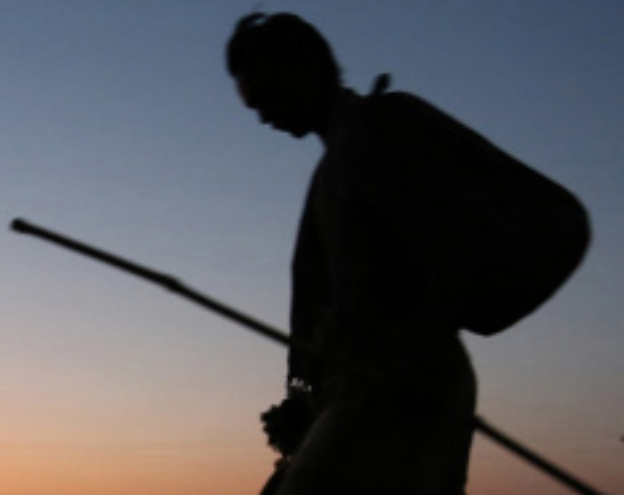

সূচি

চা শ্রমিকের বঞ্চনা বিষয়ক দু'টি গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন
চা বাগানে আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ২০২৩ উদযাপিত
গবেষণা ও বিশ্লেষণ
অনুসন্ধান: সামাজিক বনায়ন এবং মধুপুর শালবনের উপর এর প্রভাব, সামাজিক সুরক্ষা, চা শ্রমিকের বকেয়া দুই-তৃতীয়াংশ কর্তন, চা বাগানে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যঝুঁকি, চা শ্রমিকের মজুরি চূড়ান্ত
নতুন প্রকাশনা
প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় সভা
বিআরসি'র বার্ষিক সভা
প্রকল্প: তৃতীয় বছরের কার্যক্রম
চা বাগানে কারিতাস ফ্রান্স-এর তিন কর্মকর্তা
মে দিবস ২০২৩ উদযাপনে চা শ্রমিকদের সাথে সংহতি

সম্পাদক
ফিলিপ গাইন

সম্পাদনা সহকারী
ফাহমিদা আফরোজ নাদিয়া ও রবিউল্লাহ

পৃষ্ঠাসজ্জা
বর্ষা চিরান

উপদেষ্টা
ড. হোসেন জিল্লুর রহমান

প্রকাশক
সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)
গ্রীন ভ্যালী, ১৪৭/১ (৩য় তলা), ফ্ল্যাট নং: ২এ, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২১৫, ফোন:+৮৮-০২-৫৮১৫৩৮৪৬
ই-মেইল: sehd@sehd.org
www.brattyan.org & sehd.org

চা শ্রমিকের বঞ্চনা বিষয়ক দু'টি গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বই হাতে অতিথিবৃন্দ। ছবি: প্রসাদ সরকার

বাংলাদেশে চা শ্রমিকের অধিকাংশই বাঙালি নন, নিম্নবর্ণের হিন্দু, বিহারি মুসলমান এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) প্রায় দুই দশক ধরে চা শ্রমিক এবং চা শিল্প নিয়ে নিবিড় গবেষণা করছে। চা শ্রমিকদের নিয়ে সেড-এর সর্বশেষ দুটি গ্রন্থ—ফিলিপ গাইন সম্পাদিত *চা শ্রমিকের কথা* এবং তার লেখা *চা শ্রমিকের মজুরি: মালিকের লাভ, শ্রমিকের লোকসান*-এর মোড়ক উন্মোচিত হয় ১১ নভেম্বর ২০২৩ ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবে। এই প্রকাশনা উৎসব ও আলোচনা সভার আয়োজন করে সেড, ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার (বিআরসি) এবং পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)।

চা শ্রমিকের কথা গ্রন্থটি মূলত চা শ্রমিকদের সার্বিক অবস্থা এবং বাংলাদেশের চা শিল্প নিয়ে। অন্যটি এর সাথী গ্রন্থ, *চা শ্রমিকের মজুরি: মালিকের লাভ, শ্রমিকের লোকসান*, যার মূল বিষয় চা শ্রমিকের মজুরি এবং ন্যায্য মজুরির (৩০০ টাকা) দাবিতে আগস্ট ২০২২-এ চা শ্রমিকদের ১৯ দিনের নজিরবিহীন ধর্মঘট।

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (বিসিএসইউ)-এর কিছু নেতাসহ একদল চা শ্রমিক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঢাকা আসেন এবং তাদের নানা কষ্টের কথা অনুষ্ঠানে বর্ণনা করেন। অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ,

'প্রোমোটিং হিউম্যান রাইটস অব মার্জিনালাইজড গ্রুপস ইন বাংলাদেশ থ্রু ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার' প্রকল্পের মুখপত্র এ নিউজলেটার। প্রকল্পে সহায়তা দিচ্ছে মিজেরিওর এবং কারিতাস ফ্রান্স।

সাংবাদিক এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের একটি প্যানেল চা শ্রমিকদের পক্ষে জোরালোভাবে বক্তব্য রাখেন। তারা গ্রন্থ দু'টির সারমর্মের সাথে একমত পোষণ করেন এবং তাদের নিজস্ব মতামত যোগ করেন।

গ্রন্থের লেখক, সম্পাদক ও সেড-এর পরিচালক ফিলিপ গাইন তার বক্তব্যে বলেন, "*চা শ্রমিকের কথা* বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ ২০২২ সালে বের করার পরপরই চা শিল্পের ইতিহাসের এক নজিরবিহীন ধর্মঘট ঘটে চা বাগানে। এর ফলে শ্রমিকদের দৈনিক নগদ মজুরি ১২০ টাকা থেকে ১৭০ টাকা হয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে। এ মজুরি তাদের দাবি পূরণ না করলেও চা শ্রমিকরা তা মেনে নিয়ে কাজে যোগ দেন। এই নজিরবিহীন ধর্মঘটের আগে-পরে মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে যেসব ঘটনা ঘটতে থাকে সেসবের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ নিয়ে *চা শ্রমিকের মজুরি: মালিকের লাভ, শ্রমিকের লোকসান* বইটি।"

ন্যায্য মজুরি সবসময়ই চা শ্রমিকদের জন্য উদ্বেগের বিষয়। চা শিল্পের একমাত্র ও বাংলাদেশের বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন বিসিএসইউ-এর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নৃপেন পাল বলেন, "চা বাগানের মালিকদের প্ররোচনার কারণেই আমাদের দাবির তুলনায় মজুরি কম বৃদ্ধি পেয়েছে।"

"আমরা সবসময়ই আমাদের আইনি অধিকার ও সুরক্ষার মতো ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত," যোগ করেন শ্রীমতি বাউরি, বিসিএসইউ-এর জুড়ি ভ্যালীর সহ-সভাপতি, যা চা উৎপাদনকারী সাতটি ভ্যালীর একটি।

চা শ্রমিকের মজুরি এবং ২০২২ সালের আগস্ট মাসে তাদের নজিরবিহীন ধর্মঘট যা চা শিল্পকে স্থবির করে দেয়, এসব ঘটনার উপর দ্বিতীয় গ্রন্থটি। চা শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে নানা সমস্যা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। লেখক এখানে ব্যাখ্যা করেছেন যে একজন শ্রমিকের দৈনিক মজুরির যে হিসাব মালিকপক্ষ দেয় (৫০০ টাকা বা ৪.৫ মার্কিন ডলারের কিছু বেশি) তা কতোটা ত্রুটিপূর্ণ। শ্রম আইন নগদ বেতন বা মজুরির হিসাবে যে সুবিধাগুলো যোগ করার অনুমতি দেয় তা মিলিয়ে একজন চা শ্রমিকের প্রকৃত দৈনিক মজুরি ৩০০ টাকার (২.৭ মার্কিন ডলার) এর চেয়েও কম।

এই মজুরি বাংলাদেশের একজন কৃষি শ্রমিক যা পায় তার প্রায় অর্ধেক এবং অন্যান্য খাতের নিম্নতম গ্রেডের শ্রমিকরা যা পায় তার থেকেও অনেক কম।

"মালিকপক্ষ যেভাবে মজুরির হিসাব করে তা মোটেও ন্যায্য নয়। তারা শ্রম আইনকে উপেক্ষা করে তাদের এই হিসাব করে," বলেন ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী। "মালিকপক্ষের এমন মনোভাব অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে।"

"মজুরি বাড়ানোর কথা আসলেই মালিকপক্ষ বলে, তাদের পক্ষে মজুরি আর বাড়ানো সম্ভব নয়। যদি বাগান-ব্যবসায় লাভ নাই থাকতো তবে কেন আপনারা বিনিয়োগ করলেন? কীভাবে একটি বাগান থেকে মালিকের দুটি বাগান হয়?" প্রশ্ন তুলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যুরো অব ইকোনমিক রিসার্চ (বিইআর)-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম এম আকাশ।

"চা শ্রমিকের কাজটি কঠোর পরিশ্রমের। সুতরাং, তাদের মজুরি পর্যাপ্ত হতে হবে যেন তারা আট ঘন্টা এই পরিশ্রম করার জন্য পুষ্টিকর খাবার খেয়ে নিজেদের যথেষ্ট শক্তিশালী করতে পারে। তাদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের সময় এই ব্যাপারটি অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে," যোগ করেন অধ্যাপক আকাশ।

"প্রতিটি চা বাগানের লাভ-ক্ষতির একটি বার্ষিক হিসাব করা উচিত এবং তা প্রকাশ করা উচিত যেন 'এর বেশি দেয়া সম্ভব নয়' মালিকদের এমন দাবির সত্যতা যাচাই করা যায়। কারণ তাদের বিলাসবহুল জীবন অন্য কথাই বলে," মন্তব্য করেন ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ (ইউএনবি)-এর সম্পাদক জনাব ফরিদ হোসেন।

চা শ্রমিকের অর্থনৈতিক অবস্থা কীভাবে তাদের ভাগ্যকে প্রভাবিত করে সে ব্যাপারেও বলেন অধ্যাপক আকাশ। "আজকে যদি শ্রমিকের নিজস্ব একটা সঞ্চয় থাকতো তাহলে ধর্মঘট আরও লম্বা সময় করে পুরো ৩০০ টাকাই আদায় করতে পারতো। কিন্তু বন্দীদশায় আবদ্ধ শ্রমিকের তো সেই সামর্থ্য নেই। তারা হলো, দরিদ্রদের মাঝে দরিদ্র্যতম।"

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. হোসেন জিল্লুর রহমান চা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরির গুরুত্বের ব্যাপারে বলেন। "আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার স্বপ্ন দেখছি। এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে আমাদের নীতি-নির্ধারকদের চিন্তাচেতনাকে আরও উন্মুক্ত করতে হবে," বলেন ড. রহমান। "চা শিল্পের মতো সস্তা শ্রম দিয়ে আমরা কখনও মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে পারব না।"

চা শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধ নিয়ে যে অন্যায় হলো তা তাদের মজুরির পাশাপাশি বঞ্চনার আরেকটি দিক। প্রধানমন্ত্রী তাদের দৈনিক নগদ মজুরি ১৭০ টাকা নির্ধারণ করার পর, প্রায় ২০ মাসের জন্য তাদের ৩০,০০০ টাকা বকেয়া পাওয়ার কথা থাকলেও প্রত্যেককে দেয়া হলো ১১,০০০ টাকা করে। "চা খাতে মালিকপক্ষের সুকৌশল এবং ইউনিয়ন নেতাদের ব্যর্থতার কারণেই তাদের বকেয়ার টাকা এভাবে ছাঁটাই করা সম্ভব হলো," মন্তব্য করেন অধ্যাপক আকাশ।

"চা শ্রমিকের বাগানের বাইরে স্বাধীনভাবে কাজ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা নেই। চা বাগানের বাইরের দেশ তাদের কাছে অপরিচিত এবং তারা সম্পূর্ণ

ভূমিহীন," বলেন অধ্যাপক আকাশ। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে বাইরে বের হওয়ার জন্য তাদের বাগানের ভিতর লেবার লাইনের ঘর ছেড়ে দিতে বলা হয় যা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। "এই সমস্ত কারণে তারা চা বাগানে বন্দী, অন্তত বসবাসের জায়গার জন্য। ফলে তারা অন্য বাঙালিদের মতো বাইরের চাকুরিতে প্রতিযোগিতা করতে পারে না।"

ব্যারিস্টার বড়ুয়াও তার আলোচনায় এই ভূমি অধিকার বিষয়টি টেনে এনে বলেন: "শ্রম আইনের ৩২ নং ধারার যদি সঠিক প্রয়োগ হয়, তবে পঞ্চম তফসিলে যেসব সুবিধার কথা বলা আছে, সেগুলোর প্রয়োগ নেই কেন? আইনকে শুধু নিজের সুবিধামতো ব্যবহার করলে তো হবে না। যতদিন শ্রমিককে বঞ্চিত রেখে শুধু চা বাগানকে সম্পদ মনে করবেন, ততোদিন সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।"

"আজকে যে বই দু'টোর মোড়ক উন্মোচিত হলো, আমি মনে করি এগুলো সাংবাদিকদের জন্য এক কথায় জ্ঞানকোষ," বলেন জনাব ফরিদ হোসেন। "এখানে যেমন চা শ্রমিকের কষ্টের কথা উঠে এসেছে, পাশাপাশি উঠে এসেছে তাদের সাফল্যের কিছু গল্প। আমাদের সাংবাদিকদের দায়িত্ব দৈনন্দিন রিপোর্টিং-এর পাশাপাশি সাফল্যের গল্পসমূহও তুলে ধরা।"

মাঠে চা শ্রমিকের সংগ্রামের তাৎপর্য প্রসঙ্গে ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, "মাঠের লড়াই যখন জাতীয় পর্যায়ের জ্ঞানের লড়াইয়ের সাথে যুক্ত হবে, তখনই চা শ্রমিকের কণ্ঠস্বর আরও শক্তিশালী হবে। এবং আমি মনে করি আজ গ্রন্থ দু'টির মোড়ক উন্মোচনের মধ্য দিয়ে আমরা এই যোগসূত্রের মঞ্চ তৈরির প্রক্রিয়াটি শুরু করতে পারলাম। সুতরাং, আমরা যেন আজ দৃঢ় মনোভাব নিয়ে ফেরত যেতে পারি।"

১৯৭০ সাল থেকে বিসিএসইউ-এ কর্মরত প্রবীন নেতা এবং উপদেষ্টা তপন দত্ত বলেন, "আজকের গ্রন্থ দু'টি উন্মোচনের সাথে সাথে চা শ্রমিকের প্রকৃত অবস্থাও উন্মোচিত হয়ে গেলো। এটি সেড-এর জন্যই সম্ভব হল যারা চা শ্রমিকের জমির অধিকার বিষয়ক সমস্যা সবসময় সামনে নিয়ে এসেছে।"

সভায় আরও বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের অধ্যাপক ড. তানজীমউদ্দিন খান ও ড. সানজীদা আখতার, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ধনা বাউরি, এবং সিপিবি'র আবদুল্লাহ কাফি। ❑

ফাহমিদা আফরোজ নাদিয়া ও ফিলিপ গাইন

চা বাগানে আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ২০২৩ উদযাপন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ৮ মার্চ ২০২৩ হবিগঞ্জ জেলার দেউন্দি চা বাগানে এক আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দেউন্দি চা বাগানের সাংস্কৃতিক দল প্রতীক থিয়েটার-এর সহযোগিতায় এই আয়োজন করা হয়। এই আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল মধুপুরের মাতৃতান্ত্রিক গারো নারীদের সাথে নারী চা শ্রমিকদের পরিচিত করানো এবং উভয়ের কথা সামনে নিয়ে আসা।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বাগান থেকে আসা নারী চা শ্রমিকেরা তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা তুলে ধরেন। তাদের পাশাপাশি তিনজন গারো নারী উদ্যোক্তা তাদের ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠার পেছনের নানা চড়াই-উৎরাই এর কথা সবাইকে শোনান। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে কারিতাস বাংলাদেশ দেউন্দি চা বাগানের ১০ জন বিধবাকে ক্রেস্ট দিয়ে সম্মানিত করে।

চা শ্রমিক, লেখক, সাংবাদিক, ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ এবং মিজেরিওর-এর প্রতিনিধিসহ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত স্থানীয় গণ্যমান্য এবং অতিথিরা এই প্রান্তিক নারীদের জীবনে পরিবর্তনের জন্য কী করণীয় সে সম্পর্কে তাদের সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরেন।

প্রতীক থিয়েটারের শিল্পীরা তাদের বর্ণাঢ্য নাচ, গান, আবৃত্তি ও মঞ্চ নাটক পরিবেশনার মাধ্যমে চা শ্রমিকদের জীবনের কষ্ট এবং চা জনগোষ্ঠীর সমৃদ্ধ ও বিচিত্র সংস্কৃতির চিত্র তুলে ধরেন। ❑

মঞ্চে নৃত্য পরিবেশন করছেন প্রতীক থিয়েটারের শিল্পীরা। ছবি: ফিলিপ গাইন

গবেষণা ও বিশ্লেষণ

রাজশাহীতে হরিজন নারীদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন সেড-এর এক গবেষণা কর্মী।

ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার (বিআরসি)-এর অন্যতম কাজ গবেষণা। এই গবেষণার অন্যতম অংশ হলো গোষ্ঠী ও বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডা প্রণয়ন। প্রকল্পের তিন বছর জুড়ে আদিবাসী, চা শ্রমিক, যৌনকর্মী ও হিজড়া, ঋষি ও কায়পুত্র, হরিজন, বেদে, জলদাস এবং বিহারি-এই আটটি গোষ্ঠীর জন্য আটটি পৃথক গোষ্ঠী এজেন্ডা তৈরি করা হবে। তাছাড়া দু'টি বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডার বিষয় হলো বন ও ভূমির অধিকার এবং পরিচয়, রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও বৈষম্য বিলোপ। এসবের পাশাপাশি উপকারভোগীদের নিয়ে অন্যান্য গবেষণা ও জরিপের কাজও চলবে।

গবেষণা-নির্ভর গোষ্ঠী ও বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডা প্রণয়নের লক্ষ্যে পরামর্শ সভা: গবেষণা-নির্ভর তিনটি গোষ্ঠী এজেন্ডা তৈরির উদ্দেশ্যে প্রকল্পের দ্বিতীয় বছর (সমাপ্তিকাল-নভেম্বর ২০২৩) বেদে, হরিজন ও আদিবাসীদের সাথে পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। এর আগে প্রথম বছরে চা শ্রমিক, ঋষি ও কায়পুত্র, এবং যৌনকর্মী ও হিজড়াদের উপর কমিউনিটি এজেন্ডা তৈরির জন্য পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। প্রতিটি এজেন্ডার জন্য দু'টি করে পরামর্শ সভা এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক এফজিডি ও সাক্ষাৎকার (কেআইআই)-এর আয়োজন করা হয়।

এসব সভায় উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ও গোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠনের প্রতিনিধি, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, সরকারি কর্মকর্তা, মানবাধিকারকর্মী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি-এমন বিভিন্ন ধরণের মানুষ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিটি সভা অংশগ্রহণমূলক ছিল এবং অংশগ্রহণকারীরা কমিউনিটির নানা সমস্যা, চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা এবং রাষ্ট্রীয়, বেসরকারি সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষক এবং নিজেদের জন্য তাদের সুপারিশ তুলে ধরেন। সভা শেষে প্রতিটি জনগোষ্ঠীর ১০০ জনের উপর জরিপ চালানো হয় যা প্রাপ্ত গুণগত তথ্যের সমর্থনে পরিসংখ্যানগত উপাত্ত তৈরি করবে।

পরিচয়, রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও বৈষম্য বিলোপ-এর উপর বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডা নিয়ে দুটি পরামর্শ সভার মধ্যে একটি দ্বিতীয় বছরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঋষি, কায়পুত্র, বেদে, আদিবাসী, যৌনকর্মী ও হিজড়া এবং হরিজন (পরিচ্ছন্নকর্মী) সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনজন বিশেষজ্ঞ এবং সেড-এর আটজন কর্মীসহ মোট ২৮ জন অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী এবং বিশেষজ্ঞরা এসকল পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর নানা সমস্যা, চাহিদা এবং সুপারিশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এর আগে প্রথম বছরে বন ও ভূমির অধিকার বিষয়ে এজেন্ডা তৈরির জন্য দু'টি পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়।

তথ্য-যাচাই কর্মশালা: গোষ্ঠীভিত্তিক এজেন্ডা তৈরি করতে দু'টি তথ্য-যাচাই কর্মশালার একটি যৌনকর্মী ও ট্রান্সজেন্ডার এবং অন্যটি ঋষি ও কায়পুত্র এবং একটি বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডার তথ্য-যাচাই কর্মশালা প্রকল্পের দ্বিতীয় বছর আয়োজন করা হয়। এ ধরণের কর্মশালার উদ্দেশ্য হল এজেন্ডা লেখার আগে গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য প্রতিটি সম্প্রদায়ের সাথে আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা। দলীয় আলোচনা (এফজিডি), সাক্ষাৎকার (কেআইআই) ও জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য, এর বিশ্লেষণ, অন্তর্দৃষ্টি, জীবনের গল্প, ইত্যাদি দিয়ে সাজানো এজেন্ডার রূপরেখা দিনব্যাপী এক একটি কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা তাদের মতামত, পর্যবেক্ষণসহ কিছু নতুন তথ্য যোগ করেন এবং এজেন্ডা চূড়ান্ত করার জন্য তাদের সম্মতি দেন।

ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টারকে টেকসই করতে পরামর্শ সভা: চা শ্রমিক, যৌনকর্মী ও হিজড়া, আদিবাসী, ঋষি, কায়পুত্র, বেদে, হরিজন, বিহারি, বিভিন্ন গোষ্ঠী-ভিত্তিক সংস্থা (সিবিও), ও

সাভারে বেদে গোষ্ঠীর সাথে পরামর্শ সভায় দলীয় আলোচনা।

বেসরকারি সংস্থা (সিএসও)'র প্রতিনিধি এবং প্রকল্প কর্মীসহ মোট ৩৩ জন অংশগ্রহণকারী ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ঢাকায় গোষ্ঠীর শক্তি ও সম্ভাবনা নিয়ে দিনব্যাপী পরামর্শ সভায় মিলিত হন।

প্রতিটি গোষ্ঠীর নিজস্ব শক্তি ও সম্ভাবনা রয়েছে। গোষ্ঠীর প্রতিনিধরা নিজেদের এসব সম্ভাবনার ব্যাপারে তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং চিন্তাভাবনা তুলে ধরেন। কায়পুত্র (যারা খোলা মাঠে শূকর চরায়), ঋষি (জুতা মেরামতকারী), বেদে, বম, গারো, খাসি, যৌনকর্মী, বিহারি এবং হিজড়া—এসব গোষ্ঠী যতই প্রান্তিক হোক না কেন, তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব প্রযুক্তি, জ্ঞান, ইতিহাস এবং পেশাগত দক্ষতা আছে যা তাদের ক্ষমতায়নের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এসব বিষয়ের উপর গবেষণা এবং তথ্য সংগ্রহ (ডকুমেন্টেশন), যা জ্ঞানসম্পদ তৈরিতে বিআরসি'র অন্যতম কাজ, যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় তবে এরও ব্যবসায়িক সম্ভাবনা এবং বিক্রয়যোগ্যতা আছে।

বিআরসি যে বিভিন্ন ধরণের গোষ্ঠীর সাথে কাজ করে, তারা কৃষি, কারুশিল্প, মাছ ধরা, শূকর সহ গবাদি পশু পালন, সৌন্দর্য শিল্পের বিপ্লব (গারো নারীরা এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে), বেনারশি'র কাজ (বিহারিদের বিশেষ দক্ষতা), কাঠ উৎপাদন (বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে), চা উৎপাদন (চা শ্রমিকদের একচেটিয়া দক্ষতা) এবং সংস্কৃতি বিষয়ে বিশেষ উদ্ভাবনী শক্তি ও দক্ষতা রাখে। এসব দক্ষতা এবং সম্ভাবনাগুলো যেন হারিয়ে না যায় এবং এগুলোকে যেন তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুরক্ষায় ব্যবহার করা যায় সেজন্য এসব বিষয়ের উপর গবেষণার প্রয়োজন। অংশগ্রহণকারীরা কীভাবে এই গবেষণায় যুক্ত হতে পারেন সে বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে তাদের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

গোষ্ঠীর সম্ভাবনাকে কীভাবে তুলে ধরা যায়, এসব বিষয়ের উপর গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও ফলাফল গোষ্ঠীর মাঝে ছড়িয়ে দেওয়াসহ সাধারণ জনগণের মাঝে বাজারজাতকরণের উপায় নিয়েও আলোচনা করা হয়। পাঁচটির মধ্যে এটি ছিল দ্বিতীয় পরামর্শ সভা। পরবর্তীতে পাঁচটি সভার ফলাফল থেকে বিআরসিকে টেকসই করার একটি কৌশলপত্র তৈরি করা হবে।

সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক পরামর্শ সভা: সরকারের বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি নিয়ে ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ একটি পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ২৮ জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ইউএনডিপি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও তাদের সম্প্রদায়ভিত্তিক সংস্থার প্রতিনিধি এবং সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) ও পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)-এর প্রকল্প কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি নিয়ে গবেষণার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও সময়রেখা নির্ধারণ এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে বাংলাদেশের বিচ্ছিন্ন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাগ-এর সাথে যুক্ত নানা বিষয় নিয়ে ধারণা ও জ্ঞানকে আরও মজবুত করা। প্রকল্প পরিচালক ফিলিপ গাইন সভার শুরুতে গবেষণার উপর সকলকে একটি সার্বিক ধারণা দেন। সভার বাকি অংশ সঞ্চালনা করেন প্রকল্পের গবেষণা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। সভার অংশগ্রহণকারীরা এই গবেষণার নমুনা, প্রশ্নপত্রের চলক, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি এবং তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে তাদের মতামত ও পরামর্শ তুলে ধরেন।

বাংলাদেশের চা শ্রমিকদের নিয়ে স্কোপিং স্টাডি: নাজদিক-এর সহযোগিতায় সেড *'টি ওয়ার্কার্স ইন বাংলাদেশ: রিয়েলিটিজ অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেজ'* শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন তৈরি করে প্রকল্পের দ্বিতীয় বছরে। ৪০০ জন চা শ্রমিকের উপর এই জরিপ যাদের মধ্যে ২৯৪ জন মহিলা। এই প্রতিবেদন বাংলাদেশের চা শ্রমিক ও তাদের কর্মপরিবেশ, কর্মক্ষেত্রে তাদের চ্যালেঞ্জ, ন্যায্য মজুরির অভাব, চা বাগানে শ্রম আইনের লঙ্ঘন, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যসেবা পরিস্থিতি এবং তাদের সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে একটি মজবুত ডাটাবেজ তৈরি করেছে। পাশাপাশি প্রতিবেদনে চা বাগানের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষের জন্য সুপারিশ পেশ করা হয়েছে। ❑

অনুসন্ধান

সামাজিক বনায়ন এবং মধুপুর শালবনের উপর এর প্রভাব: জ্বালানি ও কাঠ উৎপাদনের জন্য মধুপুর শালবন এবং অন্যান্য বনাঞ্চলে ১৯৮৯-১৯৯০ সালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর অর্থায়নে শুরু সামাজিক বনায়ন বহু বিতর্কিত একটি উদ্যোগ। সামজিক বনায়ন করতে গিয়ে মধুপুর ও অন্যান্য জায়গায় প্রাকৃতিক বন কেটে পরিষ্কার করা হয়।

এ ধরণের বনায়ন প্রকল্প ও এর ফলস্বরূপ বন উজাড়ের কারণ অনুসন্ধানের ধারাবাহিকতায় সেড বর্তমানে চলমান বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বনায়ন প্রকল্প সাসটেইনেবল ফরেস্ট অ্যান্ড লাইভলিহুডস (সুফল)-এর উপর অনুসন্ধান শুরু করে। ২১ মার্চ ২০২৩ এ বিষয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় *দ্য ডেইলি স্টার*-এ।

ইংরেজি প্রতিবেদনের লিঙ্ক: https://www.thedailystar.net/opinion/views/news/how-forestry-projects-destroy-forests-3276066; বাংলা প্রতিবেদনের লিঙ্ক: https://bangla.thedailystar.net/opinion/views/news-463381

সামাজিক সুরক্ষা: সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মূল লক্ষ্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সহায়তা এবং প্রশিক্ষণের মতো সেবা প্রদান। কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচন, নগদ ও সুবিধা বিতরণ, দরিদ্র নয় এমন জনসংখ্যার জন্য এই বাজেটে বরাদ্দ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে অসঙ্গতি এবং অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। এরকম কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তদন্ত, শুধুমাত্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য নিবেদিত কর্মসূচিগুলো বিশ্লেষণ এবং এসব কর্মসূচির পরিধি ও বরাদ্দ আরও সম্প্রসারণ বিষয়ে সরকারের বিবেচনার জন্য সুপারিশ নিয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন *দ্য ডেইলি স্টার*-এ ১ জানুয়ারি ২০২৩ প্রকাশিত হয়।

কর্তণের সময় নিজের প্লটে সামাজিক বনায়নের একজন অংশীদার। ছবি: ফিলিপ গাইন।

ইংরেজি প্রতিবেদনের লিঙ্ক: https://www.thedailystar.net/opinion/views/news/expand-social-protection-the-new-year-3210336; বাংলা প্রতিবেদনের লিঙ্ক : https://bangla.thedailystar.net/opinion/views/news-436106

চা শ্রমিকের বকেয়া দুই-তৃতীয়াংশ কর্তন: ২০২২ সালের ৯ থেকে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত চা শ্রমিকদের নজিরবিহীন ধর্মঘট, যার ফলে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি পায়, নিয়ে তদন্তের ধারাবাহিকতায় তাদের বকেয়ার বিষয়টি খুব নিবিড়ভাবে অনুসরণ করে সেড। শ্রমিকদের হতাশ করে তাদের পাওনা বকেয়া ৩০ হাজার থেকে কর্তন করে ১১ হাজার টাকা ঘোষণা করে শ্রম মন্ত্রণালয়। এই বকেয়ার হিসাব ১ জানুয়ারি, ২০২১ থেকে ২৭ আগস্ট, ২০২২ এই ২০ মাসের জন্য প্রায় এক লক্ষ চা শ্রমিকের। এ বিষয়ে ২৯ জানুয়ারি ২০২৩-এ *দ্য ডেইলি স্টার*-এ একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

ইংরেজি প্রতিবেদনের লিঙ্ক: https://www.thedailystar.net/opinion/views/news/no-justice-paying-tea-workers-arrears-3232926; বাংলা প্রতিবেদনের লিঙ্ক : https://bangla.thedailystar.net/opinion/views/news-445531

চা বাগানে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যঝুঁকি: বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ১৫৯টি চা বাগানের ১ লাখ ৩৮ হাজার চা শ্রমিকের ৫১% নারী। এই নারীরা যারা প্রতিদিন অশোভন কর্মপরিবেশে কাজ করে, যেখানে শ্রম আইনের লঙ্ঘন হয় নিয়মিত, পুরুষের তুলনায় কঠোর এবং দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে। এরাই চা বাগানের সবচেয়ে শ্রমসাধ্য কাজটি করে—চা পাতা তোলা। বাড়িতেও বেশিরভাগ কাজ নারীই করে থাকে। সব মিলিয়ে একজন নারী চা শ্রমিক গড়ে প্রতিদিন ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা (মাঠে এবং বাড়িতে) কাজ করে। এই দীর্ঘ সময় ও শ্রমসাধ্য কাজ করার ফলে তাদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিশেষ ঝুঁকির মুখে পড়ে। ৮ মার্চ ২০২৩ *দ্য ডেইলি স্টার*-এ এই বিষয়ক একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

ইংরেজি প্রতিবেদনের লিঙ্ক: https://www.thedailystar.net/opinion/views/lets-talk-about-it/news/why-do-women-tea-gardens-face-higher-reproductive-health-risks-3265511; বাংলা প্রতিবেদনের লিঙ্ক: https://bangla.thedailystar.net/opinion/views/news-458306

সন্তান প্রসবের দেড় ঘন্টা পর নবজাতককে নিয়ে মেহগনি গাছের শেকড়ের উপর সিএনজির অপেক্ষায় বসে আছেন মিথিলা নায়েক। ছবি: ফিলিপ গাইন।

চা শ্রমিকের মজুরি চূড়ান্ত: ২০২২ সালের আগস্ট মাসে চা বাগানের নজিরবিহীন ১৯ দিনের ধর্মঘটের পর প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে 'এ'-শ্রেণির বাগানের জন্য দৈনিক মজুরি ১৭০ টাকা, 'বি'-শ্রেণির জন্য ১৬৯ টাকা এবং 'সি'-শ্রেণির জন্য ১৬৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু ২০২২ সালের আগস্ট মাসে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়া সত্ত্বেও মজুরি বোর্ড মজুরির কাঠামো গেজেট আকারে প্রকাশ করে ১০ আগস্ট ২০২৩-এ। কেন তাদের এতো দীর্ঘ সময় লাগলো একটি গেজেট প্রকাশে? এই বিষয়ের উপর ২৪ আগস্ট ২০২৩-এ দ্য ডেইলি স্টারে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

ইংরেজি প্রতিবেদনের লিঙ্ক: https://www.thedailystar.net/opinion/views/news/owners-win-workers-lose-3402171; বাংলা প্রতিবেদনের লিঙ্ক: https://bangla.thedailystar.net/opinion/views/news-508676 ❑

নতুন প্রকাশনা

মধুপুর—অরণ্যের আর্তনাদ: এটি ২০১৯ সালে প্রকাশিত *মধুপুর—দ্য ভ্যানিশিং ফরেস্ট অ্যান্ড হার পিপল ইন অ্যাগনি* গ্রন্থের বাংলা সংস্করণ। অনুবাদের পাশাপাশি গ্রন্থটির হালনাগাদও করা হয়। এতে ২০১৭-২০১৮ সালে মধুপুরে পরিচালিত বেজলাইন জরিপের ফলাফল, অনুসন্ধানী রিপোর্ট এবং নব্বই দশকের শুরুর দিকে তোলা বেশ কিছু ছবি সন্নিবেশিত হয়েছে। মধুপুরের ৪৪টি গ্রামের ওপর করা জরিপ থেকে গারোদের জনসংখ্যা এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর নানা প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত এই গ্রন্থে উঠে এসেছে। গ্রন্থের বিভিন্ন রিপোর্ট ও ছবি মধুপুর শালবনের ধ্বংসযজ্ঞের অকাট্য প্রমাণ। পৃষ্ঠা ১৭২, পেপারব্যাক, মূল্য: ৫০০ টাকা।

বাংলাদেশের প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী ও তাদের চ্যালেঞ্জ (রিপোর্ট ও বিশ্লেষণ): এটি *স্টেট অব দ্য এক্সক্লুডেড অ্যান্ড মারজিনালাইজড কমিউনিটিজ* গ্রন্থের হালনাগাদ বাংলা সংস্করণ। গ্রন্থটি বাংলাদেশের বিচ্ছিন্ন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন, বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, চা শ্রমিক, বেদে, ঋষি, হরিজন, জলদাস, যৌনকর্মী, কায়পুত্র (শূকর চরানো গোষ্ঠী) এবং বিহারিদের অবস্থা নিয়ে লেখা গবেষণা নিবন্ধ, অনুসন্ধানী রিপোর্ট, মতামত এবং বিশ্লেষণ সম্বলিত। এই প্রতিবেদনমূলক গ্রন্থে যারা লেখায় অংশগ্রহণ করেছেন তারা এই সম্প্রদায়গুলোর উপর গবেষণায় অংশ নেন এবং মাঠের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে লেখা তৈরি করেন। এই লেখায় বিচ্ছিন্ন ও প্রান্তিক এ সকল গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, বিশ্লেষণ, অন্তর্দৃষ্টি এবং কাঠামোগত শোষণ-এর বিষয় সন্নিবেশিত আছে যার সম্মুখীন তারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে হচ্ছে। পৃষ্ঠা ২৫৬, পেপারব্যাক, মূল্য: ৪০০ টাকা।

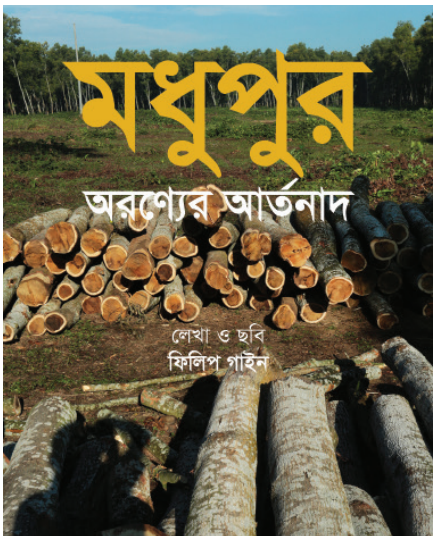

বেদে—যাযাবর জীবনের গল্প: এটি ইংরেজি মনোগ্রাফ *বেদে—দ্য নোমাডিক এক্সিস্টেনস*-এর বাংলা সংস্করণ। এই মনোগ্রাফটি বেদে জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর নানা প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত। এটি বাংলাদেশের এই পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ জনগণের জ্ঞানের ক্ষেত্রে

মূল্যবান সংযোজন হিসেবে কাজ করবে। পৃষ্ঠা ৬৪, পেপারব্যাক, মূল্য: ১০০ টাকা।

কায়পুত্র—শূকর চরানো গোষ্ঠী: এটি ইংরেজি মনোগ্রাফ *কায়পুত্র, এ পিগ রিয়ারিং কমিউনিটি*'র বাংলা সংস্করণ। এটি খোলা মাঠে শূকর চরিয়ে বেড়ানো কায়পুত্রদের জীবন ও সংগ্রামের উপর একটি গবেষণা এবং অনুসন্ধানী তথ্য সম্বলিত মনোগ্রাফ। এতে যেসব অনুসন্ধানী রিপোর্ট আছে সেগুলো শূকর পালের মালিক এবং শূকরের সাথে বসবাসরত রাখালদের জীবনের গল্প তুলে ধরে। পৃষ্ঠা ৮০, পেপারব্যাক, মূল্য: ১০০ টাকা।

চা শ্রমিকের কথা: এটি ২০০৯ সালে প্রকাশিত ইংরেজি গ্রন্থের হালনাগাদ দ্বিতীয় বাংলা সংস্করণ। গ্রন্থটি মূলত চা শ্রমিকদের সার্বিক অবস্থা এবং বাংলাদেশের চা শিল্প নিয়ে। এটি চা জনগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন শ্রেণির পাঠক, গবেষক এবং মানবাধিকার ও উন্নয়ন কর্মীদের জন্য যারা চা শ্রমিক সংশ্লিষ্ট বিষয় বুঝতে চান এবং চা শিল্প কীভাবে চলে তা জানতে আগ্রহী। পৃষ্ঠা ৪৪৮, পেপারব্যাক, মূল্য: ৪০০ টাকা।

চা শ্রমিকের মজুরি: চা শ্রমিকের মজুরির বিষয় নিয়ে ২০১৯ সালে নিম্নতম মজুরী বোর্ড গঠন থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত লেখক যেসব অনুসন্ধানী রিপোর্ট ও মতামতধর্মী লেখা লিখেছেন সেসব নিয়ে এ গ্রন্থ। এসব লেখায় ও দু'টি সংলাপে মালিকপক্ষসহ নানা পক্ষ ও ব্যক্তি যেসব তথ্য-উপাত্ত ও মতামত আদান-প্রদান করেছে তা আমাদেরকে চা শ্রমিকের মজুরি নিয়ে জটিলতা বুঝতে সহায়তা করবে।

চা শ্রমিকের প্রতি সুবিচার করতে শ্রম আইনের বাস্তবায়ন এবং শ্রম আইনে চা শ্রমিকদের প্রতি যে বৈষম্য বিদ্যমান তা দূর করতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহের দায়িত্ব ও মালিকের দায়বদ্ধতা লেখক নানাভাবে তুলে ধরেছেন। প্রধানমন্ত্রীসহ অনেকের মধ্যে চা শ্রমিকদের প্রতি যে সহানুভূতি আমরা দেখেছি তাও লেখক তুলে ধরেছেন। পৃষ্ঠা ১২৮, পেপারব্যাক, মূল্য: ২০০ টাকা। ❑

প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় সভা

প্রকল্পের দ্বিতীয় বর্ষে পাঁচটি আবাসিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এসবের উদ্দেশ্য ছিল প্রান্তিকতার চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝা ও চিন্তা করার সক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি গবেষণা ও ডকুমেন্টেশন-এর কাজে দক্ষতা বাড়ানো। কর্মশালাগুলোতে প্রধানত গোষ্ঠীর প্রতিনিধি ও নেতৃবৃন্দ, গোষ্ঠীভিত্তিক প্রতিষ্ঠান (সিবিও) ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (সিএসও)-এর কর্মকর্তা, গবেষক, মানবাধিকার ও উন্নয়নকর্মী, চা শ্রমিক ও চা বাগানের ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ, যৌনকর্মী ও হিজড়া, বেদে, ঋষি এবং কায়পুত্র জনগোষ্ঠীর মানুষ অংশ নিয়েছেন। কর্মশালাসমূহের ওপর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন:

চা বাগানের ট্রেড ইউনিয়ন এবং পঞ্চায়েত নেতৃবৃন্দের জন্য

প্রশিক্ষণ: মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে ২৮-৩০ মে ২০২৩ "চা শ্রমিকদের অধিকার অর্জনে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি" শীর্ষক তিন দিনব্যাপী এক আবাসিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালায় মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার ১০টি চা বাগান থেকে সাধারণ চা শ্রমিক, চা শিল্পের একমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (বাচাশ্রই)-এর নেতৃবৃন্দ, চা বাগানে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মী ও শিক্ষকসহ ২১ জন অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে নারী অংশগ্রহণকারী ছিলেন ১৫ জন।

চা শ্রমিকদের অধিকার অর্জনে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে ইউনিয়ন ও চা শ্রমিকদের নিয়ে কর্মরত সংশ্লিষ্ট

চা শ্রমিকদের নিয়ে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের সাথে দুই সরকারি কর্মকর্তা।

সকলের দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়ানো। কর্মশালায় চা শ্রমিকদের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও প্রয়োজন চিহ্নিত করা, কণ্ঠস্বর জোরালো ও সাহসী করা, পরিষ্কার চিন্তা করা, স্বশিক্ষিত হওয়া, নিজ অবস্থা বুঝা, গবেষণা ও বিশ্লেষণে যুক্ত হওয়া, সভা-সমাবেশে যোগ দেয়া এবং দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়ানো–এসব বিষয়ে অংশগ্রহণকারীরা আলোচনায় অংশ নেন।

চা শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার কী এবং তাদের প্রতি সরকারি সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও অন্যান্য যারা কাজ করছে তাদের করণীয় সম্পর্কে সেড-এর পরিচালক, একজন জ্যেষ্ঠ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং শ্রীমঙ্গল বিভাগীয় শ্রম দপ্তর থেকে চারজন সরকারি কর্মকর্তা কর্মশালায় বিভিন্ন সেশন পরিচালনা করেন।

কেস ডকুমেন্টেশন এবং রিপোর্ট লেখার কাজে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য অংশগ্রহণকারীরা একটি চা বাগান পরিদর্শন করেন যেখানে একসময় ৮০ জনের মতো কুষ্ঠ রোগী পাওয়া গিয়েছিল।

অধিকার ও উন্নয়নকর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ: ঢাকায় ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ "প্রান্তিক ও বাদ-পড়া জনগোষ্ঠীর সেবায় গবেষণাভিত্তিক কৌশল" শীর্ষক তিন দিনব্যাপী এক আবাসিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। গারো, খাসি, মুন্ডা, ঋষি, জলদাস, বিহারি, পাহাড়িয়া, চাকমা, মান্দ্রাজি, ওরাওঁ, সাঁওতাল এবং গৌড় জাতিগোষ্ঠী থেকে বিভিন্ন সিবিও'র প্রতিনিধি, রাঙামাটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট-এর একজন কর্মকর্তা এবং কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ মোট ২৫ জন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন যাদের মধ্যে নারী সাতজন এবং পুরুষ ১৮ জন।

প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী নিয়ে ভালোভাবে কাজ করার জন্য গবেষণায় ও বিশ্লেষণে দক্ষতা বাড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কর্মশালায় এ বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন সেশনে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ ও প্রয়োজন চিহ্নিত করা, প্রান্তিকতার চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে চিন্তার স্বচ্ছতা বাড়ানো, গবেষণা ও ডকুমেন্টেশনে কার্যকরভাবে যুক্ত হওয়া, পরিষ্কার চিন্তা করা, গবেষণাভিত্তিক এডভোকেসি করার কৌশল শেখা, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা অংশ নেন।

প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক অবস্থা, সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আইন ও সনদ এবং গবেষণা, অনুসন্ধান ও ডকুমেন্টেশনে দক্ষতা বাড়াবার কৌশল সম্পর্কে বিভিন্ন সেশন পরিচালনার জন্য কর্মশালায় যোগ দেন সেড-এর পরিচালক, পিপিআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রাক্তন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের দুইজন আইনজীবী এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের একজন অতিরিক্ত পরিচালক। এছাড়াও জ্ঞানসম্পদ তৈরির গুরুত্ব, সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি নিয়েও সেশনে আলোচনা করা হয়।

বেদে জনগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দের জন্য প্রশিক্ষণ: বেদে জনগোষ্ঠীর ২১ জন প্রতিনিধি–ঢাকার সাভার থেকে ১২ জন এবং মুন্সীগঞ্জ জেলা থেকে নয়জন–সাভারে ১৫-১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তিন দিনব্যাপী এক আবাসিক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের (সাতজন নারী) মধ্যে আছেন বেদে সর্দার বা নেতা, গোষ্ঠী নেতৃবৃন্দ এবং ছাত্র-ছাত্রী।

কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল কার্যত ভূমিহীন এই বেদে জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক অবস্থা ও নানাবিধ সমস্যার বিশ্লেষণ এবং দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় অংশ নেবার ক্ষেত্রে তারা যে সকল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন সেগুলো তুলে ধরা। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা মাঠ গবেষণার কাজেও সরাসরি অংশ নেন এবং কেস ডকুমেন্টেশন করার কৌশল, সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির গুরুত্ব এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ওপর আলোচনায় অংশ নেন।

যৌনকর্মী ও হিজড়াদের নিয়ে কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন একজন হিজড়া সংগঠক।

কায়পুত্র ও ঋষিদের নিয়ে আবাসিক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ। ছবি: প্রসাদ সরকার

কর্মশালার শেষদিন প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী মাঠ জরিপ এবং কেআইআই-এর কাজে যোগ দেন। তারা সাভার পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের বেদে অধ্যুষিত চারটি গ্রাম এবং উত্তরণ পল্লীতে (সরকারি অর্থায়নে নির্মিত একটি আশ্রয়ণ প্রকল্প) যান এবং সেড-এর তৈরি প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ৪০ জন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেন। মাঠে পূরণ করা এই ৪০টি প্রশ্নপত্রের সাথে আরও ৬০টি প্রশ্নপত্র (যেগুলো পরবর্তীতে পূরণ করা হয়েছে) থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বেদেদের ওপর একটি গোষ্ঠীভিত্তিক এজেন্ডা তৈরির জন্য ব্যবহার করা হবে।

কর্মশালার বিভিন্ন সেশন পরিচালনা করেন সেড-এর পরিচালক, পিপিআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান, একজন উন্নয়ন পরামর্শক, সমাজসেবা অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা এবং একজন বেদে নেতা যিনি বেদে জনগোষ্ঠী থেকে নির্বাচিত একমাত্র ওয়ার্ড কাউন্সিলর।

যৌনকর্মী ও হিজড়াদের সামাজিক নিরাপত্তার ওপর প্রশিক্ষণ: সামাজিক সুরক্ষা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর ২১ জন যৌনকর্মী ও হিজড়া নেত্রী ৩০-৩১ অক্টোবর ২০২৩ দুই দিনব্যাপী এক আবাসিক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় যৌনপল্লীভিত্তিক যৌনকর্মীদের নয়টি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান থেকে নয়জন প্রতিনিধি, হিজড়াদের নয়টি প্রতিষ্ঠান থেকে নয়জন হিজড়া এবং তিনজন ভাসমান যৌনকর্মী অংশ নেন।

অংশগ্রহণকারীরা কর্মশালা থেকে যেসব প্রত্যাশা চিহ্নিত করেছেন সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সাংগঠনিক দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির কৌশল শেখা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করা, যৌনকর্মী ও হিজড়াদের সুরক্ষা সম্পর্কিত কী কী আইন ও নীতিমালা আছে তা জানা এবং পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের উপায় বের করা।

এ কর্মশালা থেকে অংশগ্রহণকারীরা ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রতিবেদন লেখা, গবেষণায় যুক্ত হওয়া, কণ্ঠস্বর জোরালো করা, তাদের সম্পর্কিত আইন ও নীতিমালা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু শিখেছেন।

কর্মশালায় বিভিন্ন সেশন পরিচালনা করেন সেড-এর পরিচালক, পিপিআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান, ইউএনএইডস-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর, সমাজসেবা অধিদপ্তরের দুইজন কর্মকর্তা, একজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও গবেষক এবং একজন উন্নয়ন পরামর্শক।

ঋষি ও কায়পুত্র জনগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দের জন্য প্রশিক্ষণ: ঋষি, কায়পুত্র, পৌন্ড্র এবং বাঙালি জনগোষ্ঠী থেকে ২০ জন (ছয়জন নারী) ঢাকায় ২৫-২৬ নভেম্বর ২০২৩ দুই দিনব্যাপী এক আবাসিক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন ১৪টি সিবিও ও একটি সিএসও'র কর্মকর্তা, গোষ্ঠী নেতৃবৃন্দ এবং একজন সাংবাদিক।

প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গবেষণা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা তাদের শক্তি ও দুর্বলতার জায়গাসমূহ চিহ্নিত করেন, তাদের অবস্থার বিশ্লেষণ করেন এবং তাদের বিভিন্ন প্রত্যাশা ও চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করেন। কর্মশালার এক বড় অংশ জুড়ে ছিল গবেষণা ও কেস ডকুমেন্টেশনে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নানা গবেষণা-ভিত্তিক শিক্ষামূলক ও অধিকার-ভিত্তিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান।

কর্মশালায় বিভিন্ন সেশন পরিচালনা করেন সেড-এর পরিচালক, পিপিআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট-এর একজন আইনজীবী, সমাজসেবা অধিদপ্তরের একজন অতিরিক্ত পরিচালক এবং একজন উন্নয়ন পরামর্শক।

বিআরসি'র ওয়ার্কিং কমিটির সমন্বয় সভা: দ্বিতীয় বছরের দুইটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ১৫ এপ্রিল ও ৩০ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে। সভাদ্বয়ে প্রকল্পের সকল কর্মকর্তা ও কর্মীসহ গোষ্ঠীর প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, সিএসও এবং সিবিও'র কর্মকর্তা মিলিয়ে মোট ৫৫ জন অংশগ্রহণ করেন। সমন্বয় সভা আয়োজনের উদ্দেশ্য হলো ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও প্রকল্পের স্টাফদেরকে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করা এবং গবেষণা, বিশ্লেষণ, প্রশিক্ষণ, পরামর্শ সভা ও অন্যান্য ইভেন্ট ভালোভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও মতামত আদন-প্রদান করা। দিনব্যাপী সভাদ্বয়ে প্রকল্প থেকে এ পর্যন্ত সকল শিখন, বিআরসি'র টেকসই হওয়ার চ্যালেঞ্জ ও এর কর্মসূচি, সলিডারিটি নেটওয়ার্ক গঠন এবং প্রকল্পের মনিটরিং ও মূল্যায়ন নিয়েও আলোচনা করা হয় । ❑

বিআরসি'র বার্ষিক সভা

বার্ষিক সভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।

ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার (বিআরসি)'র দ্বিতীয় বছরের শেষার্ধে ১২ নভেম্বর ২০২৩ ঢাকায় বার্ষিক সভার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিয়ে কর্মরত গোষ্ঠীভিত্তিক ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধি এবং বিআরসি'র ওয়ার্কিং কমিটি ও প্রকল্পের কর্মীসহ ৩৫ জন সভায় অংশগ্রহণ করেন। বিআরসি'র গবেষণা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান এতে সভাপতিত্ব করেন ও প্রকল্প পরিচালক ফিলিপ গাইন সভা সঞ্চালন করেন।

সভার শুরুতে প্রকল্প পরিচালক ফিলিপ গাইন দ্বিতীয় বছরে বিআরসি'র কার্যক্রমের একটি সার্বিক চিত্র সবার সামনে তুলে ধরেন। প্রকল্পের মূল্যায়ন, একে টেকসই করার উপায় ও পরবর্তী বছরের কার্যক্রম নিয়ে সকলের সাথে আলোচনা করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা এ সকল বিষয়ে তাদের মতামত ও সুপারিশ পেশ করেন।

বিআরসি মূলত সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)-এর সাথে যুক্ত একটি প্রকল্প। বিআরসিকে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে রূপ দেওয়া ও এতে প্রকল্পের সকল উপকারভোগীর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে এ বিষয়টি সকল অংশগ্রহণকারী অনুভব করেন। পাশাপাশি প্রকল্পের সঠিক মূল্যায়ন এবং সঠিক দিকে আগানোর জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম পরিকল্পনার গুরুত্বের ব্যাপারে অংশগ্রহণকারীরা তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন। ❑

প্রকল্প: তৃতীয় বছরের কার্যক্রম

"প্রোমোটিং হিউম্যান রাইটস অব মার্জিনালাইজড গ্রুপস ইন বাংলাদেশ থ্রু ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার" শীর্ষক প্রকল্পের তৃতীয় বছরে যেসব গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে সেসবের সার-সংক্ষেপ:

গবেষণা: সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে প্রকল্পের চূড়ান্ত উপকারভোগী জনগোষ্ঠীসমূহের ভাগ নিয়ে গবেষণা তৃতীয় বছরের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সেড এবং পিপিআরসি গোষ্ঠীর সদস্যদের সাথে নিয়ে প্রকল্পের আটটি গোষ্ঠী গুচ্ছের জনগোষ্ঠীর ২,৫০০ জনের ওপর যৌথ গবেষণাটি পরিচালনা করবে। আরও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কাজের মধ্যে দুইটি হলো জলদাস এবং বিহারি জনগোষ্ঠীর উপর গোষ্ঠীভিত্তিক এজেন্ডা তৈরি এবং অন্যটি পরিচয়, রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং বৈষম্য বিলোপ বিষয়ে বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডা তৈরি। এছাড়া 'স্টেট অব দ্য এক্সক্লুডেড অ্যান্ড মার্জিনালাইজড কমিউনিটিজ' শীর্ষক গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্যও গবেষণার কাজ চলবে।

প্রকাশনা ও অন্যান্য উপকরণ তৈরি: প্রকাশনা এবং অন্যান্য উপকরণসমূহ হলো: ১। ছয়টি গোষ্ঠীভিত্তিক এজেন্ডা–(ক) আদিবাসী (খ) চা শ্রমিক (গ) বেদে (ঘ) হরিজন (ঙ) জলদাস এবং (চ) বিহারি, ২। দুইটি বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডা–(ক) বন ও ভূমির অধিকার এবং (খ) পরিচয়, রাষ্ট্রীয় স্বাকৃতি এবং বৈষম্য বিলোপ, ৩। 'স্টেট অব দ্য এক্সক্লুডেড অ্যান্ড মার্জিনালাইজড কমিউনিটিজ' শীর্ষক গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ, ৪। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি নিয়ে একটি গবেষণাপত্র, ৫। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে চূড়ান্ত উপকারভোগী গোষ্ঠীসমূহের ভাগ নিয়ে একটি গবেষণা প্রতিবেদন, ৬। ঋষি ও কায়পুত্র জনগোষ্ঠীর অবস্থা, বিশেষ করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে তাদের ভাগ নিয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্র, ৭। একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনী ক্যাটালগ এবং তিনটি পোস্টার, ৮। সেড এবং এর ট্রাস্ট হিসেবে বিআরসি'র টেকসই হওয়া বিষয়ক একটি কৌশলপত্র এবং ৯। মানবাধিকার ও উন্নয়নকর্মীদের ব্যবহারের জন্য একটি পার্টনার ডাইরেক্টরি।

এসব প্রকাশনা ও উপকরণ এবং প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে সম্পন্ন বিভিন্ন প্রকাশনা গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ, মানবাধিকারকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিবে এবং চিন্তার স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

অনুসন্ধান: উল্লেখযোগ্য অনুসন্ধানের বিষয়সমূহ হলো চা শিল্পে শ্রম ও মজুরি ইস্যু, চা বাগানে মাতৃস্বাস্থ্য এবং মানবাধিকার পরিস্থিতি, চা বাগানে কুষ্ঠরোগ, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়িত টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প (মধুপুর এবং সিলেট বিভাগে বিশেষ নজর), হরিজনদের জীবন ও অবস্থা, এবং কায়পুত্র (শূকর চরানো গোষ্ঠী) জনগোষ্ঠীর অবস্থা, ইত্যাদি।

সক্ষমতা বৃদ্ধি: তিনটি সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কর্মশালা আয়োজন করা হবে। একটি হবে গোষ্ঠীভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং অধিকারকর্মীদের নিয়ে; একটি হরিজনদের নিয়ে এবং একটি আদিবাসী ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন: তৃতীয় বছরে দিবস উদযাপনের সম্ভাব্য তারিখ ১ মে ২০২৪। এই অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হবে সেসব মানুষের কথা যাদের ঔপনিবেশিক দাসত্ব অবসানের পরেও দাস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। চা শ্রমিকরা চা বাগানের সাথে বাধা এবং যৌনকর্মীরা আধুনিক দাসত্বের শৃঙ্খলে আটকা–এসব বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হবে।

সম্মেলন, সাংস্কৃতিক উৎসব এবং আলোকচিত্র প্রদর্শনী: তৃতীয় বছরের

(সমাপ্ত হবে নভেম্বর ২০২৪-এ) চতুর্থ ত্রৈমাসিক সময়কালে একটি সম্মেলন এবং একই সাথে একটি সাংস্কৃতিক উৎসব ও আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। সম্মেলনে প্রকল্পের আওতায় ও তার আগে তৈরি বিভিন্ন জ্ঞানসম্পদ আদান-প্রদান করা হবে এবং প্রকল্প থেকে কী কী অর্জিত হয়েছে সেসব তুলে ধরা হবে। এই অনুষ্ঠানের সাথে উদযাপন করা হবে সেড-এর ৩০ বছর পূর্তি।

ক্ষুদ্র অনুদান: প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত চারটি গোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠনকে ক্ষুদ্র অনুদান দেয়া হয়েছে। সেসব হলো মধুপুরভিত্তিক জয়েনশাহী আদিবাসী উন্নয়ন পরিষদ, দেউন্দি চা বাগানভিত্তিক সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতীক থিয়েটার, ঋষি জনগোষ্ঠীর অধিকার নিয়ে কাজ করা পরিত্রাণ এবং কোচ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন। প্রতিটি অনুদানের পরিমাণ ১,২৫,০০০ (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা। তৃতীয় বছরে আরও চারটি অনুদান দেয়া হবে। অনুদান পেতে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করতে পারবে।

সমন্বয় সভা: একটি সমন্বয় সভার আয়োজন করা হবে (সম্ভাব্য সময় মে ২০২৪)। সভায় ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার (বিআরসি)-এর ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও এর সাথে যুক্ত বিশেষজ্ঞগণ অংশ নিবেন। সকল কার্যক্রম কীভাবে সফলভাবে সম্পাদন করা যায় সে বিষয়ে তারা প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মীদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ দিবেন। ❑

পিপিআরসি-তে সামাজিক সুরক্ষার উপর গবেষণা নিয়ে পরামর্শ সভায় শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ এবং নীতিনির্ধারকরা।

চা বাগানে কারিতাস ফ্রান্স-এর তিন কর্মকর্তা

কারিতাস ফ্রান্সের তিনজন কর্মকর্তা ফ্রান্সেসকা বম্বি (এশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ বিভাগ প্রধান), বেনোয় য্যাভিয়ার (ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি বিভাগ প্রধান), ও রেডেইট কাবেটা (এশিয়া প্রকল্প ম্যানেজার) ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ চা বাগান ও শ্রীমঙ্গলে সেড-এর অফিস পরিদর্শন করেন।

প্রথম দিনে কারিতাস ফ্রান্সের কর্মকর্তারা সেড-এর চারজন কর্মকর্তা ফিলিপ গাইন (পরিচালক), ফাহমিদা আফরোজ নাদিয়া (গবেষক), রবিউল্লাহ (প্রোগ্রাম অ্যান্ড রিসোর্স অফিসার), ও প্রদীপ পল রোজারিও (সহকারী অ্যাকাউন্ট্যান্ট) এবং মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প কর্মীদের সাথে দেউন্দি চা বাগানের লেবার লাইন পরিদর্শন করেন ও প্রকল্পের উপকারভোগীদের সাথে বৈঠক করেন। একই দিনে তারা চান্দপুর চা বাগানের একটি স্থান দেখতে যান যেখানে সরকার ২০১৫-২০১৬ সালে একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলতে চেয়েছিল যা চা শ্রমিকদের অসহিংস প্রতিবাদের মুখে পড়ে ব্যর্থ হয়।

দ্বিতীয় দিনে কারিতাস ফ্রান্সের কর্মকর্তারা শ্রীমঙ্গলে সেড-এর স্থানীয় অফিসে যান এবং প্রকল্পকর্মী ও মাঠকর্মীদের সঙ্গে প্রকল্পের অগ্রগতি, সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করেন। বৈঠক শেষে সকলেই শ্রীমঙ্গলের একটি চা বাগান (জেরিন চা বাগান) পরিদর্শন করেন। এই বাগানের কারখানা এবং এর শীর্ষ ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, বাগান ম্যানেজারের সাথে দেখা করেন। কারখানায় চা উৎপাদনের পুরো প্রক্রিয়া দেখে তারা বেশ খুশি হন। বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (বিসিএসইউ)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি'র নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে কারিতাসের কর্মকর্তারা চা শ্রমিক ও চা জনগোষ্ঠী নিয়ে সেড-এর কাজ ও এর প্রভাব সম্পর্কে ধারণা পান। ❑

চা বাগান পরিদর্শনের সময় কারিতাস ফ্রান্সের কর্মকর্তাগণ। ছবি: সঞ্জয় কৈরী

মে দিবস ২০২৩ উদযাপনে চা শ্রমিকদের সাথে সংহতি

সেড-এর কর্মীরা মে দিবস উদযাপন উপলক্ষে ১ মে ২০২৩ বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ট্রেড ইউনিয়ন বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (বিসিএসইউ) আয়োজিত চা শ্রমিকদের সমাবেশে যোগ দেন। শ্রীমঙ্গলে আয়োজিত এ সমাবেশে বিভিন্ন বাগান থেকে প্রায় ৫ হাজারের মতো চা শ্রমিক জড়ো হন। পাশাপাশি ২১ মে ২০২৩ 'মুল্লুক চলো আন্দোলন'-এর ১০২তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কমলগঞ্জে আরেকটি সমাবেশেও সেড-এর কর্মীরা যোগ দেন। সেড-এর পক্ষ থেকে সমাবেশের জন্য কিছু আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। এ সমাবেশে ৬ হাজারের মতো শ্রমিক অংশ নেন।